দেশের মানুষের মন দখলে রালি করছেন মোদি

অরুণ জেটলি,রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা

গত সপ্তাহান্ত নরেন্দ্র মোদি ও বিজেপির খুবই ব্যস্ততায় কেটেছে। শনিবার তিনি ইমফল, গুয়াহাটি ও সবশেষে চেন্নাইতে সভা করেছেন। রবিবার চেন্নাই এ একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পর কোচি ও তিরুবনন্তপুরমে বেশ কয়েকটা অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি।

এইসমস্ত অনুষ্ঠানে মোদির উপস্থিতিতে ব্যাপক সাড়া দিয়েছেন লোকজন। ইমফলের র‍্যালি এযাবৎ কালের মধ্যে মনিপুরের সবথেকে বড় র‍্যালি। মনিপুরে বিজেপির সংগঠন এমনকিছু মজবুত নয়। তবুও মোদির উপস্থিতিতে যেভাবে মানুষ উদ্বেল হয়েছে তা নিঃসন্দেহে বর্তমানের নির্ধারক। গুয়াহাটি, চেন্নাই ও কেরালায় প্রচুর মানুষকে টেনেছেন তিনি। যে সমস্ত সমপ্রদায়গুলির মধ্যে আগে বিজেপির প্রতি সমর্থন কম ছিল উল্লেখযোগ্যভাবে তারাও এখন তাদের অনুষ্ঠানে মোদিকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। তাঁদের সাড়াও নজরকাড়া।

কংগ্রেস সমপর্কে মানুষের মোহভঙ্গ হয়েছে। দিশা দেখতে চাইছেন মানুষ। এক বিশালসংখ্যক মানুষ যা দেখতে চাইছেন মোদি কি তার প্রতীক হতে পারবেন? মানুষ চাইছেন একজন বলিষ্ঠ, উদ্যোমী ও বিবেচক নেতাকে। তাঁরা চান সততার মাত্রা আরও উন্নত হোক। মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, অর্থনৈতিক স্থবিরতা তাদের বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই দেশের উত্তর মধ্য ও পশ্চিম অংশে বিজেপির সংগঠন যেখানে মজবুত ছিল সেসব জায়গায় মোদি এমনিতেই ভাল সাড়া পাচ্ছেন। কিন্তু বিজেপির সংগঠন যেসমস্ত জায়গায় অত মজবুত নয় সেসব জায়গায় মোদিরপ্রতি মানুষের এত আস্থা কেন? উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি,পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কেরালায় মোদির সভায় উপস্থিতির হার এবং মানুষের সাড়া অকল্পনীয়। এই ট্রেন্ড কিসের ইঙ্গিতবাহী ?

এত মানুষ কখনই শুধু হাওয়ায় আসছেননা। একটা শক্তিশালী অন্তঃপ্রবাহকেই চিন্হিত করে এটা। এটা এমনই একটা অন্তঃপ্রবাহ যেটা একইসঙ্গে মানুষের ক্ষোভ ও আশাকে চালিত করে। বর্তমান অবস্থায় সাধারণ মানুষ ক্ষুবধ। পরিবর্তন চাইছেন তাঁরা। এই পরিবর্তন যে ভালোর জন্য সেটাই দেকাত চান মোদি। মোদির পক্ষে এই রাজনৈতিক সমর্থন গনভোটে রূপান্তরিত করতে হবে। যদি তিনি তাপারেন তবে এই অন্তঃপ্রবাহই আসনে রূপান্তরিত হবে। এই সমস্ত রাজ্যে বিজেপির য সাংগঠনিক শক্তি তার থেকেও সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের সমর্থন অনেক বেশি। এই সমস্ত এলাকয় অবাক করা কিছু হতেই পারে।